ফর্ম ওয়ার্ক / সাটারিং

সাটারিং নির্মাণ কাজের অস্থায়ী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাটারিং ফর্ম ওয়ার্ক নামেও পরিচিত। কংক্রিট ঢালাইয়ের নির্দিষ্ট আকার এবং কাঠামো তৈরির জন্যই সাটারিং দরকার।

ভালো সাটারিং-এর বৈশিষ্ট্যঃ

- সাটারিং এমন হতে হবে যেন এটির যথেষ্ট পরিমাণ লোড বহন করার ক্ষমতা থাকে।
- একাধিকবার খুলে কাজে লাগানোর মত উপযোগী হতে হবে।
- আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি উভয় দিকেই যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট বা বাঁধন থাকতে হবে।
- এটা পানিরোধী হবে, যাতে কংক্রিট হতে পানি শোষণ করতে না পারে।

প্রশ্ন আসতে পারে, সাটারিং তো ক্ষণস্থায়ী তাহলে কেন এত মজবুত হতে হবে?

কারণ সাটারিংই কাজ করার সময় নির্মাণকর্মীদের এবং ঢালাইকৃত কংক্রিটের সব ভার বহন করবে, কাজেই শক্তিশালী সাটারিং কংক্রিট কাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

ঢালাই শুরুর পূর্বে সাটারিং ব্যবহারে সতর্কতাঃ

- সাটারিং-এর লেভেল ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
- ছাদের ক্ষেত্রে নিচে বাঁশ বা মেটাল ফ্রেম দিয়ে যে সাপোর্ট দেয়া হয়েছে কোনটা দূর্বল আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
- স্টিলের সাটারিং-এর ভেতরে তেল দেয়া হয়েছে কিনা সেটি দেখে নেওয়া।
- কাঠের সাটারিং হলে সর্বত্র ঠিকমত পলিথিন দিয়ে মুড়ানো আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
- সাটারিং দিয়ে কংক্রিটের পানি লিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা খেয়াল রাখা।

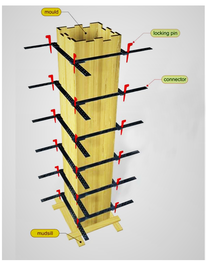

একইভাবে সাটারিং বা ফর্ম ওয়ার্ক কংক্রিট থেকে অপসারণের সময়েও কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যেমনঃ

ফর্ম ওয়ার্কের পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যেন এর বিভিন্ন পার্ট নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় সরানো যেতে পারে...

কংক্রিটের ফর্ম ওয়ার্ক সরানোঃ

- প্রথম দেওয়াল, বিম ও কলামের খাড়া পাশের সাটারিং খুলতে হবে।
- তারপর স্ল্যাবের তলদেশের সাটারিং খুলতে হবে।
- এরপর বিম, গার্ডার ও অন্যান্য বেশী ভার বহনকারী তলদেশের সাটারিং খুলতে হবে।
- কংক্রিটের সঠিক দৃঢ়তায় আসার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফর্ম ওয়ার্ক রেখে দিতে হবে।

ফর্ম ওয়ার্ক খোলার সময়সীমাঃ

- দেয়াল, কলাম ও বীমের সাইডের পার্শ্ব ৭২ ঘন্টা পরে খোলা উত্তম।
- বীম ও আর্চের তলদেশ ৬ মিটারের কম হলে ১৪ দিন, এর বেশি হলে ২১ দিন,
- ছাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২১ দিন পর্যন্ত সাটারিং ধরে রাখতে হবে।